পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সংস্থার নাম: বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)।

ক্রম:	উদ্ভাবনী ধারণার নাম	বিস্তারিত	উদ্ভাবকের নাম, পদবী,কর্মস্থল,মোবাইল নম্বর,ইমেইল আইডি
১	২	৩	৪
১	পল্লী উদ্যোক্তা ঋণের (এসএমই) ডাটা সংরক্ষণ ও অনলাইন মনিটরিং সিস্টেম (www.brdbpepsme.com)	পিইপি'র মূল কার্যক্রম হচ্ছে গ্রামীণ বিত্তহীন জনগোষ্ঠিকে একত্রিত করে ছোট ছোট দল গঠন করে সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান, সঞ্চয় জমা উদ্বুদ্ধকরণ, আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়নে ঋণ সহায়তা প্রদান ইত্যাদির মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা এবং বিত্তহীন জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটানো। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্থ সদস্যদের মাঝে বিপুল পরিমানে পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। বিতরণকৃত সদস্যদের তথ্য ও যাবতীয় হিসাবপত্র ম্যানুয়ালী সংরক্ষণ করা হয় যা অনেক কষ্টসাধ্য, সময় ও ব্যয় সাপেক্ষ । ম্যানুয়ালী তথ্য সংরক্ষণ করার ফলে বিআরডিবি ও পিইপি'র চাহিদানুযায়ী বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরণের রিপোর্ট তৈরি ও প্রেরণের জন্য জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মাসের অধিকাংশ সময় ব্যস্ত থাকতে হয়। ফলে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মাঠ পর্যায়ে সঞ্চয় আদায়, ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম যথাযথভাবে মনিটরিং ও তদারকি করার সুযোগ কম থাকে এবং এ কারনে ঋণ বিতরণে অনিয়মসহ কিস্তি খেলাপী ও মেয়াদী খেলাপী ঋণের পরিমান বৃদ্ধি পায়। কার্যক্রম স্বচ্ছতার সাথে বাস্তবায়ন ও জবাবদিহিতা সংরক্ষণ করা অত্যন্ত কঠিন। তাই পিইপি'র সদস্যদের মাঝে বিতরণকৃত ঋণের যাবতীয় কার্যক্রম মনিটরিং ও তদারকি করার জন্য অনলাইন ভিত্তিক সফট্ওয়ার প্রস্তুত করা হয়েছে। এ সফট্ওয়ারের ফলে সদস্যদের বিভিন্ন তথ্য সংরক্ষণ, ঋণ ও সঞ্চয়ের তথ্য সফট্ওয়ারে এন্ট্রি প্রদান পূর্বক সংরক্ষণ, মনিটরিং ও তদারকি কার্যক্রম সহজ হয়েছে। স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়েছে। পিইপি'র পল্লী উদ্যোক্তা ঋণের কার্যক্রম যে কোন সময় এবং যে কোন স্থান থেকে মনিটরিং করা, প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং খরচ কমানো সম্ভব হয়েছে। তথ্য আদান-প্রদান দ্রুত, সহজ, সাশ্রয়ী এবং নির্ভুল করা সম্ভব হয়েছে।	টিম লিডার: ১। কল্লোল সরকার নির্বাহী পরিচালক পিইপি-বিআরডিবি ফরিদপুর। ০১৬৮৭৮৬৬২৫৮ টিম সদস্য: ১। নির্মল কুমার চন্দ্র সহকারী পরিচালক পিইপি-বিআরডিব ফরিদপুর। ০১৭২১৯৩২৪৭৬
২	ই-আর্কাইভ: বিআরডিবি ইনফো ডটকম	**ভূমিকা:** অফিস ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো ফাইল ব্যবস্থাপনা। কিন্তু অধিকাংশ উপজেলা ও জেলা দপ্তরে ফাইল সঠিকভাবে সংরক্ষণ না থাকার কারণে অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ চিঠিপত্র পাওয়া যায় না। যে কারণে বিভাগীয় কার্যক্রম পরিচালনায় গতি কমে যায় এবং ভুল ত্রুটি হওয়ার আশংকা থাকে। এমন উদ্ভুত পরিস্থিতিতে অন্য উপজেলা বা জেলা বা সদরদপ্তরে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় চিঠিপত্র সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট কার্যাবলী সম্পাদন করা হয়। **সমস্যা:** বর্তমানে বিআরডিবি'র কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিভিন্ন চিঠিপত্র বিআরডিবি'র ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয় কিন্তু সেগুলো বিষয়ভিত্তিক ক্রমানুসারে সাজানো থাকে না। ফলে ৬/১২ মাস পেরিয়ে গেলে পুরাতন চিঠিপত্র ওয়েবসাইট থেকে খুজে ডাউনলোড করতে যথেষ্ট সময় ব্যয় হয়। এছাড়া অনেক সময় ১০/১২ বছর আগের গুরুত্বপূর্ণ কার্যকরী চিঠিপত্র ফাইলে পাওয়া যায় না এবং বিভিন্ন দাপ্তরিক কাজে নমুনা ফরমের প্রয়োজন হয়, সেগুলো নতুন করে তৈরি করতে হয়। বর্তমানে জেলা, উপজেলা ও সদরদপ্তরে দাপ্তরিক বিভিন্ন চিঠিপত্র ও তথ্যাদি কাগজের বোর্ড ফাইলে সংরক্ষণ করা হয়। কিন্তু কিছু কিছু ফাইল সঠিকভাবে সংরক্ষণ না থাকায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ চিঠিপত্র প্রয়োজনীয় সময়ে পাওয়া যায় না। ফলে দাপ্তরিক কার্যক্রম সম্পাদনে ভুল হবার সম্ভাবনা থাকে এবং কাজ ও সেবার গতি কমে যায়। **সমাধান:**উক্ত সমস্যার সমাধানের জন্য একটি অনলাইনভিত্তিক আর্কাইভ তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে,যার অংশ হিসাবে একটি ওয়েবসাইট(www.brdbinfo.com) ও এ্যাপস্ তৈরি করা হবে। যে ওয়েবসাইটে বিভিন্ন শিরোনামে ফোল্ডার তৈরি করা হবে এবং উক্ত ফোল্ডারে সংশ্লিষ্ট চিঠিপত্র ও বিভিন্ন দাপ্তরিক নমুনা ফরমসহ সংশ্লিষ্ট তথ্য সংরক্ষণ করা হবে। উক্ত ওয়েবসাইট বা এ্যাপসের মাধ্যমে ভিজিট করে যে কেউ প্রয়োজনীয় দাপ্তরিক তথ্যাদি বা চিঠিপত্র ডাউনলোড করে ফাইলে সংরক্ষণ করতে পারবেন। ফলে বিআরডিবি দাপ্তরিক কার্যক্রম গতিশীল করার মাধ্যমে সেবার মান ও গতি বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।	এস.এম.এ সোহেল উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার কলারোয়া,সাতক্ষীরা। মোবা: ০১৭২৬-৭০০৭০১ ইমেইল: smasohel@gmail.com

ক্রম:	উদ্ভাবনী ধারণার নাম	বিস্তারিত	উদ্ভাবকের নাম, পদবী,কর্মস্থল,মোবাইল নম্বর,ইমেইল আইডি
১	২	৩	৪
৩	বিপণন সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্যে নিশ্চিতকরণ ও নিয়মিত কিস্তিতে ঋণ আদায়।	বর্তমানে বিআরডিবি'র আওতাভূক্ত আনুষ্ঠানিক/অনানুষ্ঠানিক সমিতি/দলের অধিকাংশ সদস্যগন ঋণ গ্রহণের পর নিয়মিত কিস্তিতে পরিশোধ না করে একবারে পরিশোধ করে থাকেন। আবার অনেক সদস্য ঋণ খেলাপী হয়ে যান। সদস্যগন ঋণ গ্রহণের পর তার উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য পান না বাজারজাতকরণের বিভিন্ন পর্যায়ে মধ্যসত্বভোগী থাকার কারণে। যার কারণে তারা কিস্তিতে ঋণ পরিশোধ করতে পারেন না ফলে ঋণের যাতাকলে তারা নিঃস্ব হন। বিপণন সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে এক বা একাধিক সমিতি/গ্রামের/ইউনিয়নের উৎপাদিত পণ্য জেলা শহরে বাজারজাতকরণ করতে পারলে কৃষকদের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত হবে এবং তারা লাভবান হবেন এবং কিস্তিতে ঋণ আদায় সহজ হবে। কার্যক্রমের চলমান পদ্ধতি: ১। ঋণ গ্রহণ; ২। বিনিয়োগ; ৩। কৃষকের উৎপাদিত পণ্যে মধ্যসত্বভোগী এর নিকট বিক্রি। ন্যায্য মূল্য না পাওয়ায় ঋণের কিস্তি পরিশোধে অপারগতা। ৪। পরবর্তীতে ঋণ গ্রহনের পূর্বে ধার করে ঋণ পরিশোধ ৫। পুনরায় ঋণ গ্রহনের পর ধার পরিশোধ। প্রস্তাবিত পদ্ধতি: ১। ঋণ গ্রহণের পূর্বেই যথাযথভাবে বিনিয়োগ নিশ্চিতকরণ। ২। ঋণ প্রদানের পর নিয়মিত তদারকী করা। ৩।সমিতির সদস্যদের উৎপাদিত পণ্য পরিদর্শকদের সহযোগিতায় সম্মিলিতভাবে বাজারজাতকরণের দিন ভ্যান/ট্রাক ভাড়া করে জেলা শহরে বাজারজাতকরণ। ৪। জেলা পর্যায়ে পাইকারী বিক্রেতার সাথে উপজেলা পর্যায়ে প্রান্তিক কৃষক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও পল্লী উদ্যোক্তাদের সংযোগ সৃষ্টিতে সহায়তা করা। ৫। ফলে মধ্যসত্বভোগী না থাকার কারণে ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তির নিশ্চিয়তা। ৬। ঋণের কিস্তি নিয়মিত পরিশোধ।	উদ্ভাবকঃ মোঃ আকরামুল কবির, উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার, ফরিদপুর সদর, ফরিদপুর। মোবা :০১৭১৪-৬১৬৭৬৯ মেন্টরঃ দীনেশ চন্দ্র মন্ডল, পদবীঃ উপপরিচালক মোবাঃ০১৯৯১১৩২১৪৫ সদস্যঃ মো: রফিকুল ইসলাম পদবীঃ হিসাব রক্ষক মোবাঃ০১৭১৭৬৬৩১২১

ক্রম:	উদ্ভাবনী ধারণার নাম	বিস্তারিত	উদ্ভাবকের নাম, পদবী,কর্মস্থল,মোবাইল নম্বর,ইমেইল আইডি
১	২	৩	৪
০৪	দীর্ঘ দিনের মেয়াদোত্তীর্ণ বকেয়া খেলাপী ঋণ সেবামূল্যসহ মওকুফ	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) বাংলাদেশ সরকারের ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের একটি বৃহৎ সরকারি প্রতিষ্ঠান। উক্ত প্রতিষ্ঠানটি প্রান্তিক দরিদ্র জনগোষ্ঠী নিয়ে নিরলসভাবে কাজ করে আসছে। অত্র প্রতিষ্ঠানে ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। উক্ত সমস্যা সমাধান নিরসন কল্পে নিম্নের উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে। ১। যে সকল সমিতি/দলের ঋণ গ্রহীতাগণ নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করতে না পারায় দীর্ঘ মেয়াদে খেলাপী হয়ে আছে, বিশেষ করে যে সকল সদস্যগণ উক্ত খেলাপী ঋণ পরিশোধ করতে অক্ষম এবং পারিবারিকভাবে অস্বচ্ছল সহজ শর্তে তাদের ঋণ সেবামূল্যসহ মওকুফ করা যেতে পারে। ২। যে সকল সমিতি/দলের ঋণ গ্রহীতাগণ তিন বছরের অধিক সময় ধরে নদী ভাঙ্গনের ফলে ঋণ পরিশোধ করতে পারছেনা ও এলাকা ত্যাগ করেছে এবং ঘর বাড়ির কোন অস্তিত্ব নাই। ফলে উক্ত ঋণ দীর্ঘ মেয়াদে খেলাপী হয়ে আছে। তাই সহজ শর্তে তাদের উক্ত খেলাপী ঋণ সেবামূল্যসহ মওকুফ করা যেতে পারে। ৩। যে সকল সমিতি/দলের ঋণ গ্রহীতাগণ ঋণ গ্রহণের পর মৃত্যুবরণ করেছে । কিন্তু জীবিত থাকা অবস্থায় ঋণের কিস্তি অথবা সম্পুর্ণ ঋণ পরিশোধ করতে পারেনি এবং তাদের ওয়ারিশগণ উক্ত ঋণ পরিশোধ করতে অক্ষম। ফলে উক্ত ঋণ দীর্ঘ মেয়াদে খেলাপী হয়ে আছে। তাই সহজ শর্তে তাদের উক্ত খেলাপী ঋণ সেবামূল্যসহ মওকুফ করা যেতে পারে।	উদ্ভাবকঃ সমীর বৈদ্য পদবীঃ উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার মোবাঃ ০১৯৯১১৩২৮৭৩ মেন্টরঃ দীনেশ চন্দ্র মন্ডল পদবীঃ উপ পরিচালক মোবাঃ ০১৯৯১১৩২১৪৫ সদস্যঃ মোঃ মুকুল মিয়া পদবীঃ জুনিয়র অফিসার (হিসাব) মোবাঃ ০১৯৯১১৩২৮৭৫
০৫	উপজেলা দপ্তরে কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর দাপ্তরিক নিজ দায়িত্ব-কর্তব্য, সেবা গ্রহিতা ও অফিসে আগত অতিথীদের সাথে করনীয় ব্যবহার এবং চাকুরি বিধি-বিধানসহ বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে একে অপরের সাথে অভিজ্ঞতাবিনিময়ের মাধ্যমে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিকরণ।	বিআরডিবি'র উপজেলা দপ্তরের মাধ্যমেই সকল উন্নয়ন ও সেবামূলক কর্মকান্ড সম্পাদিত হয়ে থাকে। যেখানে হাজার হাজার মানুষ তাদের ব্যক্তিগত সেবা গ্রহনের জন্য প্রতিনিয়ত উপজেলা দপ্তরের সাথে যোগাযোগ ও আগমন করেন। এক্ষেত্রে উপজেলা দপ্তরে কর্মরত উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা থেকে শুরু করে অফিস সহায়ক পর্যন্ত দাপ্তরিক নিজ দায়িত্ব কর্তব্য ও প্রদত্ত সেবা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারনা, কর্ম দক্ষতা ও সেবা প্রদানের মানসিকতা থাকা অত্যন্ত জরুরি। উপজেলা দপ্তরে প্রতি কার্যদিবসে অথবা নির্ধারিত দিনের নির্দিষ্ট সময়ে এক এক দিন এক একজন কর্মকর্তা/কর্মচারী তাঁর দাপ্তরিক দায়িত্ব-কর্তব্য, পেশাগত জ্ঞান, তাঁর কর্তৃক প্রদত্ত সেবা ও এ সংক্রান্ত চাকুরি বিধি-বিধান সম্পর্কে সকলের উপস্থিতিতে স্বীয় উপস্থাপনা উপস্থাপনা করবেন। এর ফলে দপ্তরের সকলেই সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার দাপ্তরিক দায়িত্ব-কর্তব্য ও তাঁর পেশাগত জ্ঞান সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং তিনি নিজেও তাঁর দাপ্তরিক দায়িত্ব বিষয়ে বেশি বেশি পড়াশোনা করে অভিজ্ঞতা ও কর্ম-দক্ষতা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হবেন। ফলশ্রুতিতে তিনি সেবাগ্রহিতাকে মানসম্পন্ন সেবা প্রদান করতে পারবেন এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের দাপ্তরিক কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে।	আজাদুর রহমান উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার, মানিকগঞ্জ সদর, মানিকগঞ্জ। ০১৭১২৪৯৩৬৪০। উদ্ভাবক ও টিম লিডার এআরডিওসহ দপ্তরের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী সদস্য
০৬	সমিতি/দল ভিত্তিক উদ্বুদ্ধকরণ ও দক্ষতাবৃদ্ধি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং দেশীয় উৎপাদন বৃদ্ধি, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত পল্লী সৃজন।	বর্তমানে বিআরডিবি কর্তৃক পরিচালিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চাহিদার তুলনায় খুবই অপ্রতুল। সমিতি/দল পর্যায়ে সদস্যের চাহিদার ভিত্তিতে বছরে কমবেশি ৪টি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা যেতে পারে। স্থানীয় জাতীগঠনমূলক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধী/বিষয় ভিত্তিক দক্ষ ব্যক্তির দ্বারা প্রশিক্ষণ সেশন পরিচালিত হবে। প্রশিক্ষণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন হলে সদস্যগন অনেক বেশি সচেতনতা ও দক্ষতা অর্জন করতে সক্ষম হবে একই সাথে সমিতি/দলের সাংগঠনিক কার্যক্রম অনেক বেশি গতিশীল হবে। তাছাড়া আইজিএ ভিত্তিক ঋণ কার্যক্রম তরান্বিত হবে ফলে দক্ষমানব সম্পদ উন্নয়ন ও দেশীয় উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্যতা দূরীকরণ সম্ভব হবে।	আজাদুর রহমান উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার, মানিকগঞ্জ সদর, মানিকগঞ্জ। ০১৭১২৪৯৩৬৪০। উদ্ভাবক ও টিম লিডার এআরডিওসহ দপ্তরের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী সদস্য

ক্রম:	উদ্ভাবনী ধারণার নাম	বিস্তারিত	উদ্ভাবকের নাম, পদবী,কর্মস্থল,মোবাইল নম্বর,ইমেইল আইডি
১	২	৩	৪
৭	উপজেলা দপ্তরে কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর দাপ্তরিক নিজ দায়িত্ব-কর্তব্য, সেবা গ্রহিতা ও অফিসে আগত অতিথীদের সাথে করনীয় ব্যবহার এবং চাকুরি বিধি-বিধানসহ বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে একে অপরের সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিকরণ।	বিআরডিবি'র উপজেলা দপ্তরের মাধ্যমেই সকল উন্নয়ন ও সেবামূলক কর্মকান্ড সম্পাদিত হয়ে থাকে। যেখানে হাজার হাজার মানুষ তাদের ব্যক্তিগত সেবা গ্রহনের জন্য প্রতিনিয়ত উপজেলা দপ্তরের সাথে যোগাযোগ ও আগমন করেন। এক্ষেত্রে উপজেলা দপ্তরে কর্মরত উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা থেকে শুরু করে অফিস সহায়ক পর্যন্ত দাপ্তরিক নিজ দায়িত্ব কর্তব্য ও প্রদত্ত সেবা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারনা, কর্ম দক্ষতা ও সেবা প্রদানের মানসিকতা থাকা অত্যন্ত জরুরি। উপজেলা দপ্তরে প্রতি কার্যদিবসে অথবা নির্ধারিত দিনের নির্দিষ্ট সময়ে এক এক দিন এক একজন কর্মকর্তা/কর্মচারী তাঁর দাপ্তরিক দায়িত্ব-কর্তব্য, পেশাগত জ্ঞান, তাঁর কর্তৃক প্রদত্ত সেবা ও এ সংক্রান্ত চাকুরি বিধি-বিধান সম্পর্কে সকলের উপস্থিতিতে স্বীয় উপস্থাপনা উপস্থাপনা করবেন। এর ফলে দপ্তরের সকলেই সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার দাপ্তরিক দায়িত্ব-কর্তব্য ও তাঁর পেশাগত জ্ঞান সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং তিনি নিজেও তাঁর দাপ্তরিক দায়িত্ব বিষয়ে বেশি বেশি পড়াশোনা করে অভিজ্ঞতা ও কর্ম-দক্ষতা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হবেন। ফলশ্রুতিতে তিনি সেবাগ্রহিতাকে মানসম্পন্ন সেবা প্রদান করতে পারবেন এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের দাপ্তরিক কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে।	আজাদুর রহমান উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার, মানিকগঞ্জ সদর, মানিকগঞ্জ। ০১৭১২৪৯৩৬৪০। উদ্ভাবক ও টিম লিডার এআরডিওসহ দপ্তরের সকল কর্মকর্তা/ কর্মচারী সদস্য
৮	সমিতি/দল ভিত্তিক উদ্বদ্ধকরণ ও দক্ষতাবৃদ্ধি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং দেশীয় উৎপাদন বৃদ্ধি, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত পল্লী সৃজন।	বর্তমানে বিআরডিবি কর্তৃক পরিচালিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চাহিদার তুলনায় খুবই অপ্রতুল। সমিতি/দল পর্যায়ে সদস্যের চাহিদার ভিত্তিতে বছরে কমবেশি ৪টি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা যেতে পারে। স্থানীয় জাতীগঠনমূলক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধী/বিষয় ভিত্তিক দক্ষ ব্যক্তির দ্বারা প্রশিক্ষণ সেশন পরিচালিত হবে। প্রশিক্ষণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন হলে সদস্যগন অনেক বেশি সচেতনতা ও দক্ষতা অর্জন করতে সক্ষম হবে একই সাথে সমিতি/দলের সাংগঠনিক কার্যক্রম অনেক বেশি গতিশীল হবে। তাছাড়া আইজিএ ভিত্তিক ঋণ কার্যক্রম তরান্বিত হবে ফলে দক্ষমানব সম্পদ উন্নয়ন ও দেশীয় উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্যতা দূরীকরণ সম্ভব হবে।	আজাদুর রহমান উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার, মানিকগঞ্জ সদর, মানিকগঞ্জ। ০১৭১২৪৯৩৬৪০। উদ্ভাবক ও টিম লিডার এআরডিওসহ দপ্তরের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী সদস্য
০৯	ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদান	বিআরডিবি'র আওতাভুক্ত বিভিন্ন প্রকল্প/কমসূচীর উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের নির্দেশনা থাকে।একটি ইউনিয়নে বিআরডিবি'র আওতাভুক্ত অনেক সমিতি/ দল আছে। এই সবসমিতি/দলের উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণ যদি উপজেলা পর্যায়ে করা হয় তাহলে বিভিন্ন গ্রাম থেকে সদস্যদের আসতে সময় নষ্ট হয় এবংখরচও বেশী হয়। আমরা যদি ইউনিয়ন পর্যায়ে এই প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে পারি তাহলে উপকার ভোগীদের সময় ও খরচ দুইই কমে যাবে।মূলত প্রশিক্ষণ ইউনিয়ন পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হলে টিসিভি অনেক হ্রাসপাবে।	মোসাম্মৎ তাসলিমা মমতাজ উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার, ০১৭১২৭৯৯৪২৪
১০	সোস্যাল মিডিয়া'র (facebook) মাধ্যমে বাজরজাতকরণ ব্যবস্থা	নাগরিক সেবা উদ্ভাবনের মাধমে হলো সোস্যাল মিডিয়া বা (facebook)। বিআরডিবি'র আওতাভূক্ত সুফলভোগী/পল্লী উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী (কৃষিজ,তাতঁ,কুটির,মৃৎ ইত্যাদি) নায্যমূল্যে প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সোস্যাল মিডিয়া (facebook) সার্বাধিক মাধ্যম হতে পারে। দেশের উৎপাদিত স্থানীয় পণ্য উপজেলা দপ্তরে একটি () গ্রুপে ইমেজ আকারে প্রথমে প্রেরণ করবে। প্রাপ্ত পণ্যসামগ্রী ক্যাটাগরী আকারে জেলাদপ্তরে পল্লী পণ্য সংগ্রহশালা গ্রুপের মাধ্যমে বিভাগীয় গ্রুপ লিংকে এ্যাড করতে হবে। বিভাগীয় গ্রুপ আইডিতে সমগ্র বিভাগের প্রেরিত পণ্য সামগ্রী সদর দপ্তরে একত্রে করে ক্যাটাগরী অনুযায়ী ই-কর্মাসের মাধ্যমে বাজারজাতকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। উক্ত ব্যবস্থার মাধ্যমে সুফলভোগী/পল্লী উদ্যোক্তাগণ তাদের উৎপাদিত পণ্য উৎপাদনের উৎসাহসহ নায্যমুল্যে প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে।	মো: শামীম হোসেন, উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার, দেলদুয়ার, টাঙ্গাইল। মো: ০১৭৯৫৯৯১৭১৮

ক্রম:	উদ্ভাবনী ধারণার নাম	বিস্তারিত	উদ্ভাবকের নাম, পদবী,কর্মস্থল,মোবাইল নম্বর,ইমেইল আইডি
১	২	৩	৪
১১	পল্লীবাজার	পল্লীবাজার উদ্যোগের মাধ্যমে নির্দিষ্ট গ্রামের আগ্রহী বেকার অসহায় দরিদ্র নারী পুরুষ মিলে একটি কর্মদল গঠন করবে যে দল পল্লীবাজার পরিচালনা করবে। ঐ গ্রামে কে, কোন বিষয়ে আগ্রহী তাদের খুজে বের করে উক্ত বিষয়ে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রশিক্ষণ শেষে এসএমই ঋণ সহায়তা দেয়া হবে। বিআরডিবি'র কর্মকর্তা/কর্মচারী সমন্বয়কের ভূমিকায় থাকবে। পল্লীবাজার উদ্যোগের মাধ্যমে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস ঐ এলাকার জনসাধারণ একই ছায়াতলে পাবে। অবশ্য এটি হতে হবে নির্দিষ্ট পরিকল্পনার ভিত্তিতে, নির্দিষ্ট গ্রামের রুপরেখার কথা চিন্তা করে কারণ প্রতিটি গ্রামে রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন কিছু বৈশিষ্ট্য। সমন্বিত উদ্যোগের ফলে গ্রামের অনেকেরই কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে । এতে করে দারিদ্র দুর হবে যা এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সহায়ক হবে।	উদ্ভাবক: মরিয়ম দিলসাদ মনি, উপপরিচালক, মোবা: ০১৯১৯৪৭৪০১৫ টিম লিডার: জনাব গোলাম রব্বানী খান, উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা, মোবা:০১৭২০৩৪৩৪৩০ সদস্য :জনাব তফাজ্জুল হক, সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা, রাজনগর, মৌলভীবাজার মোবা: ০১৭১০১৮৬১৫৫ সদস্য: রনধীর চন্দ্র দেব, পরিদর্শক,
১২	"দারিদ্রের অবসান" (বাংলাদেশে সর্বত্র সব ধরনের দারিদ্রের অবসান)	২০১৯ খ্রিঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো হিসাব অনুযায়ী বর্তমানে বাংলাদেশে চরম দারিদ্র্যের হার ১০.৫০% এবং দারিদ্র্যের হার ২০.৫০ (এবং নীলফামারী জেলায় চরম দারিদ্র্যের হার ১৮.৮০% এবং দারিদ্র্যের হার ৩৪.৮০%) । ২০৩০ সালে এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশে এই চরম দারিদ্র্যের হার ৩% এ এবং দারিদ্র্যের হার ১০% এ নামিয়ে নিয়ে আসার জন্য বর্তমান সরকার নিরলস ভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছে । তারই ধারাবাহিকতায় নিম্নক্তো পদক্ষেপ গুলো গ্রহণ করা হলে উক্ত লক্ষ্যটি অর্জন করা সম্ভব হবে বলে আশা ব্যক্ত করি সমস্যা : ১. সঠিক গ্রহীতা চিহ্নিত না হওয়া ২. প্রয়োজন অনুযায়ী সেবা না পাওয়া ৩. কায়িক পরিশ্রমের অক্ষম৪. মাত্রার অধিক জনসংখ্যা ৫. পরিমাণের চেয়ে কম পাওয়া ৬. যোগাযোগ সুবিধা না থাকা ৭. ইত্যাদি প্রয়োজনীয় কি সুবিধা পেলে চরম দারিদ্র্য ও দারিদ্র্য থেকে বের হয়ে আসা সম্ভব তার শ্রেণীবিন্যাস করা। ১. খাদ্য সুবিধা (উৎপাদন, সংরক্ষণ, বাজার জাতকরণ, সার বীজ ইত্যাদি) ২ .বস্ত্র সুবিধা ৩. চিকিৎসা সুবিধা ৪. শিক্ষা সুবিধা ৫. বাসস্থান সুবিধা ৬. যোগাযোগ সুবিধা ৭. বিদ্যুতিক সুবিধা ৮. আর্থিক সুবিধা ৯. ইত্যাদি ফলাফল দারিদ্রতা বা চরম দারিদ্রতার অবসান ঘটবে।যার ফলে ক্ষুধা ও দারিদ্র মুক্ত সোনার বাংলায় গড়বে এ ক্ষেত্রে একটি বিষয় লক্ষণীয়, নতুন করে যেন এই সমস্যায় তৈরি না হয় । সময়, খরচ ও ভ্রমন (TCV) একজন দারিদ্র বা চরম দারিদ্র মানুষকে তার অবস্থান থেকে উত্তরনের জন্য বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে হবে, এই ক্ষেত্রে তাঁকে যদি উক্ত সেবাটি দেয়া যায় তবে তাঁর সময়, খরচ ও ভ্রমন সব কিছুই সঞ্চয় হবে সাথে দারিদ্র বা চরম দারিদ্র অবস্থান থেকে উত্তরণ হতে পারবে। তাঁর পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভর করে ০১ থেকে ০৫ বছর পর্যন্ত সময় লাগতে পারে।	মোঃ মুসফিকুর রহমান উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড সদর, নীলফামারী।

০৮/১১/২২

ক্রম:	উদ্ভাবনী ধারণার নাম	বিস্তারিত	উদ্ভাবকের নাম, পদবী,কর্মস্থল,মোবাইল নম্বর,ইমেইল আইডি
১	২	৩	৪
১৩	বিআরডিবিভূক্ত সমবায়ীদের নিয়মিত (সাপ্তাহিক) প্রশিক্ষণ	ঋণের সেবা মূল্যে'র বিভাজন হতে একটি অংশ প্রশিক্ষণ খাতে বরাদ্দ প্রদান পূর্বক উক্ত খাত হতে উপজেলা পর্যায়ে সাপ্তাহিক ভাবে পর্যায়ক্রমে সকল সদস্যেদর ব্যাচ ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করলে সমবায়ীদের সমবায়ী মনোভাব, সমসাময়িক বিষয়, দক্ষতা বৃদ্ধি, নিয়মিত শেয়ার সঞ্চয় জমাসহ ঋণের টাকা কিস্তিতে আদায়ে সহায়ক হবে । নিয়মিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উপজেলা'র সাথে সমবায়ীদের নিবিড় সম্পর্কের ফলে কিস্তি খেলাপী, হস্ত মজুদ ও মেযাদোত্তীর্ণ খেলাপী হ্রাস পাবে ।	সেলিম রেজা উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার কোটচাঁদপুর , ঝিনাইদহ। মোবাইল- ০১৭১৮০৫১৯৪৮
১৪	বিআরডিবিভূক্ত সমবায়ীদের ক্যাশলেস পদ্ধতিতে ঋণ বিতরণ	ক্যাশলেস পদ্ধতিতে অর্থাৎ সুফলভোগী সদস্যদের ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে ঋণ বিতরণ এ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে। একইসাথে ঋণ বিতরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে সময় কম লাগবে। সদস্যদের ঋণ গ্রহণের জন্য অফিসে আসার বাধ্যবাধকতা থাকবে না ফলে সময় ও অর্থ ব্যয় হবে না। ডিজিটাল পদ্ধতিতে স্বল্প সময়ের মধ্যে ঋণের টাকা সুফলভোগী সদস্যের ব্যাংক অ্যাকাইন্টে জমা হবে।	মো: বাহাউল ইসলাম উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার মহেশপুরঝিনাইদহ। , মোবাইল০১৭৩২১৭১৯৭৪-
১৫	করোনাকালীন সময়ে সুফলভোগীদের দ্রুত সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত ডাটাবেইজ তৈরি।	ইনোভেশনের আগেঃ- ঋণগ্রহণের জন্য সুফলভোগীদের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যেমন আইডিকার্ড এর ফটোকপি, পাসপোর্ট সাইজের ছবি ইত্যাদি দাখিল করতে হয়। সুফলভোগীকে ছবি তোলা ও আইডি কার্ড এর ফটোকপি করার জন্য অনেকক্ষেত্রে একাধিকবার নিকটস্থ বাজারে যেতে হয়। ফলে সমিতি বা দলের সকল সদস্যের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র উপজেলা বিআরডিবি অফিসে পৌছাতে ২/৩ দিন ব্যয় হয়ে যায়। বিআরডিবি'র সুফলভোগীদের ঋণ গ্রহণের সময়ে বিভিন্ন ফর্ম পূরণ করতে হয়, কাগজপত্র প্রাপ্তির পর মাঠকর্মী/পরিদর্শক হাতে লিখে সংশ্লিষ্ট ফর্মগুলো পূরণ করে থাকেন। কখনো কখনো কোন তথ্যের জন্য বিআরডিবি'র মাঠকর্মীকে একাধিকবার সংশ্লিষ্ট সমিতি/দলে গমন করতে হয়। এর ফলে ৩০ জনের সদস্যের একটি সমিত/দলে সদস্যদের ঋণ পেতে (আনুমানিক) ০৬ দিন সময় লাগে। গড়ে প্রতি সদস্যের (২ঘন্টা*৬দিন)=১২ শ্রম ঘন্টা ব্যয় হয়। ঋণ গ্রহণে একটি দলে মোট শ্রমঘন্টা ব্যয় হয় (১২ঘন্টা*৩০জন)= ৩৬০ ঘন্টা। যাতায়াতসহ সদস্যদের মোট ব্যয় ৮,৪০০/- টাকা। ইনোভেশনের পরেঃ সদস্যদের ছবি ও আইডি কার্ড স্ক্যান করে এবং তাঁদের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি উপজেলা অফিসের কম্পিউটারে সংরক্ষণ তথা ডাটাবেজ তৈরি করা হবে। ঋণ পরিশোধের পর ডাটাবেজ হতে প্রয়োজনীয় তথ্যসম্বলিত ফর্ম পূরণ তথা প্রিন্ট করা হবে। সংশ্লিষ্ট মাঠকর্মী সমিতি/দলে গিয়ে সহিস্বাক্ষর নিবেন। শ্রমঘন্টা ব্যয় হবে (২ঘন্টা*৩০জন)=৬০ ঘন্টা। পরবর্তীতে নির্ধারিত তারিখে উপজেলা অফিসে উপস্থিত হয়ে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে সুফলভোগীগণ ঋণ গ্রহণ করবেন। শ্রমঘন্টা ব্যয় হবে (৩ঘন্টা*৩০জন)=৯০ ঘন্টা। মোট শ্রমঘন্টা ব্যয় হবে (৯০+৬০)=১৫০ ঘন্টা। সদস্যদের যাতায়াত ও অন্যান্য ব্যয় হবে সর্বোচ্চ ২,৭০০/- টাকা। ইনোভেশনের ফলাফলঃ- ইনোভেশন পরবর্তীতে শ্রমঘন্টা সাশ্রয় হবে (৩৬০-১৫০)=২১০ঘন্টা, অর্থ সাশ্রয় হবে (৮৪০০-২৭০০)=৫,৭০০/- টাকা। বিশেষ করে করোনাদুর্যোগকালীন সময়ে সুফলভোগীরা ছবি তোলা ও আইডি কার্ড এর ফটোকপি করার জন্য অনেকক্ষেত্রে একাধিকবার বাজারে এবং অফিসে আসা লাগবে না। মাঠকর্মী একাধিকবার সংশ্লিষ্ট সমিতি/দলে যাওয়া লাগবে না। ফলে করোনাকালীন সময়ে তাঁদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা অনেকটা নিশ্চিত হবে।	টিম লিডার : মোঃ তারিকুর রহমান, উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার, দিঘলিয়া, খুলনা। মোবাইল – ০১৭১৪৫১৫৫২৫ টিম সদস্য : ইসমাইল হোসেন, পরিদর্শক, দিঘলিয়া ইউসিসিএলিঃ, বিআরডিবি, দিঘলিয়া, খুলনা। মোবাইল- ০১৯২৮১৬৮৮৯৬ টিম সদস্য : শেখ মিরাজুল ইসলাম, মাঠ সহকারী (সদাবিক),বিআরডিবি, দিঘলিয়া, খুলনা। মোবাইল- ০১৯১৬৬৮৩৯৪৮

ক্রম:	উদ্ভাবনী ধারণার নাম	বিস্তারিত	উদ্ভাবকের নাম, পদবী,কর্মস্থল,মোবাইল নম্বর,ইমেইল আইডি
১	২	৩	৪
১৬	জেলা ভিত্তিক পল্লী উন্নয়ন হাট/বাজার স্থাপনের মাধ্যমে নিয়মিত কিস্তিতে ঋণ আদায়	বর্তমানে বিআরডিবি'র আওতাভুক্ত সমিতি/দলের সদস্যগণ তাদের বিক্রয়যোগ্য পণ্য (কৃষি/অকৃষি) শস্য এককভাবে মধ্যস্বত্ব ভোগীদের নিকট বিক্রয় করে থাকেন যার কারণে তারা নিয়মিত কিস্তিতে ঋণ পরিশোধ করতে পারে না/করে না। বিআরডিবি'র আওতাভূক্ত প্রকল্প/কর্মসূচির পরিদর্শক/মাঠ সংগঠকদের সহযোগীতায় উপকারভোগী প্রতিনিধি (রোষ্টার ভিত্তিক) সমিতি/দলের সদস্যদের উৎপাদিত শস্য/পন্য (কৃষি/অকৃষি)/বিক্রয়যোগ্য মালামাল এলাকা/সমিতি ভিত্তিক একত্র করে স্বম্মিলিত ভাবে মধ্যস্বত্বভোগী ছাড়া সরাসরি মাসে এক/একাধিক বার পল্লী উন্নয়ন হাটে/বাজারে বিক্রির মাধ্যমে উপকার ভোগী সদস্যগণ তাদের বিক্রয়যোগ্য মালামালের ন্যায্যমূল্য পাবে এবং তুলনামূলকভাবে সময়,খরচ ও ভিজিট অনেক কমে আসবে, তারা অধিক লাভবান হবে এবং তারা নিয়মিত কিস্তিতে ঋণ পরিশোধ করতে পারবে। সর্বোপরি বর্তমানে সরকারের রুপকল্প ২০২১ এবং এসডিজি অর্জনে যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা রাখবে। যথাযথ আইজিএ ভিত্তিক ঋণের টাকা বিনিয়োগ, নিয়মিত তদারকি এবং পল্লী উন্নয়ন হাট/বাজার স্থাপন পূর্বকউপকারভোগী বিক্রয়যোগ্য মালামালের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে ঋণের কিস্তি নিয়মিত আদায় করে উপকারভোগী সদস্যদেরকে সামাজিক ও আর্থিকভাবে স্বাবলম্বি করা সম্ভব।	মো: সাজ্জাদ হোসেন, উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা, সাভার, ঢাকা। মোবাইল নং-০১৭১৬৮০১৭২০
১৭	জাতীয় পরিচয়পত্র সনাক্তকরন সফটওয়্যার	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড একটি আর্থিক সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান। পল্লীর দরিদ্র মানুষের মধ্যে সহজ শর্তে স্বল্প সেবা মূল্যে ঋণ বিতরণ করে থাকে। সঠিক ব্যক্তির হাতে ঋণ বিতরণ করলে তা সহজেই উঠে আসে। ব্যক্তিটি সঠিক কিনা ,এনআইডি সঠিক কিনা তা যাচাই করা জরুরী প্রয়োজন। বিআরডিবিতে জাতীয় পরিচয়পত্র সনাক্তকরন সফটওয্যার করা অতীব জরুরী।	১. মো: কামরুজ্জামান, উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার,ধামরাই উপজেলা,ঢাকা মোবাইল: ০১৯৯১১৩২৯৩৯ টিম লিডার। ২. মো: তানবির হাছান বুলবুল ,সহকারী পল্লী উন্নয়ন অফিসার, মোবাইল: ০১৯৯১১৩৪২০১- টিম সদস্য।
১৮	সকল প্রকল্প/ কর্মসূচীর সদস্য/সদস্যাদের নামে ১০০/- সঞ্চয় একাউন্ট খুলে সংশ্লিষ্ট হিসাবে ঋণ সহ শেয়ার, সঞ্চয়ের টাকা স্থানান্তর করা।	উপজেলা পর্যায়ে পূর্বে ঋণ বিতরণের সময় ঋণ গ্রহীতা সদস্যগণকে উপজেলা দপ্তরে এসে হাতে হাতে ঋণের টাকা গ্রহণ করতে হতো এর ফলে সময়, অর্থ ও ভ্রমণ অপচয় হতো । বর্তমান তাদের ঋণের টাকা স্ব-স্ব ব্যাংক হিসাবে এ্যাডভাইসের মাধ্যমে ব্যাংকে স্থানান্তর করা হয়ে থাকে। ফলে সদস্যগণ তাদের ইচ্ছামাফিক প্রয়োজন অনুযায়ী ঋণের টাকা উত্তোলন পূর্বক সংশ্লিষ্ট আইজিএ খাতে বিনিয়োগ করতে পারে।এতে করে সদস্যদের সময়,অর্থ ও ভ্রমণ সাশ্রয় হয়ে থাকে।এছাড়া সমিতির মহিলা সদস্যারা অফিসে না এসেই তার বাড়ীর কাছে সোনালী ব্যাংক বা কৃষি ব্যাংকের যে কোন শাখা হতে ঋণের অর্থ তুলতে পারবেন। অফিসে না আসায় কভিড-১৯ এর মতো মহামারি ছড়ানোর আশঙ্কা থাকছে না।	উপদেষ্টাঃমোঃ কামরুজ্জামান উপপরিচালক, বিআরডিবি,যশোর। ১. মোঃ আবু বিল্লাল হোসেন উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার, টিম লিডার মোবাইল নং- ০১৭১৭২৫৪১৩৩ ২. মোঃ আমিনুর রহমান, হিসাবরক্ষক, মোবাইল নং-০১৯১২৬৭০৫৬৪ ৩. মোঃ মিজানুর রহমান, হিসাব সহকারী মোবাইল নং-০১৯১১২৯৪৫৯০ ৪. মোঃ হাদিউজ্জামান, পরিদর্শক মোবাইল নং-০১৯১১০২২৭৭৪ ৫. রেহেনা খাতুন, অফিস সহকারী

ক্রম:	উদ্ভাবনী ধারণার নাম	বিস্তারিত	উদ্ভাবকের নাম, পদবী,কর্মস্থল,মোবাইল নম্বর,ইমেইল আইডি
১	২	৩	৪
১৯	ব্যাংকের মাধ্যমে সদস্যদের ঋণ স্থানান্তর	১। ব্যাংকে সমিতি/দলের সদস্যদের নিজস্ব ব্যাংক এ্যাকাউন্ট খোলা হবে। ২। সদস্যদের নিজস্ব ব্যাংক এ্যাকাউন্টে অফিস থেকে এ্যাডভাইসের মাধ্যমে ঋণের টাকা স্থানান্তর করা হবে। ৩। এরফলে সদস্যদের উপজেলায় এসে ঋণ গ্রহণ করতে হবে না ফলে যাতায়াত খরচ বাচবে এবং ঋণ বিতরণে স্বচ্ছতা আসবে।	১)অঞ্জনা রানী ঘোষ, উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার বিআরডিবি, যশোর সদর মোবা: ০১৯১২০৮৪৫১২ ২) মো: কোবাদুল ইসলাম, হিসাবরক্ষক বিআরডিবি, যশোর সদর মোবা: ০১৭১৪৯৬০০১৩
২০	সকল প্রকল্প/ কর্মসূচীর সদস্য/সদস্যাদের নামে ১০০/- সঞ্চয় একাউন্ট খুলে সংশ্লিষ্ট হিসাবে ঋণ সহ শেয়ার,সঞ্চয়ের টাকা স্থানান্তর করা।	উপজেলা পর্যায়ে পূর্বে ঋণ বিতরণের সময় ঋণ গ্রহীতা সদস্যগণকে উপজেলা দপ্তরে এসে হাতে হাতে ঋণের টাকা গ্রহণ করতে হতো এর ফলে সময়, অর্থ ও ভ্রমণ অপচয় হতো। বর্তমান তাদের ঋণের টাকা স্বস্ব ব্যাংক হিসাবে এ্যাডভাইসের মাধ্যমে ব্যাংকে স্থানান্তর করা হয়ে থাকে। ফলে সদস্যগণ তাদের ইচ্ছামাফিক প্রয়োজন অনুযায়ী ঋণের টাকা উত্তোলন পূর্বক সংশ্লিষ্ট আইজিএ খাতে বিনিয়োগ করতে পারে।এতে করে সদস্যদের সময়,অর্থ ও ভ্রমণ সাশ্রয় হয়ে থাকে।এছাড়া সমিতির মহিলা সদস্যারা অফিসে না এসেই তার বাড়ীর কাছে অগ্রণী বা কৃষি ব্যাংকের যে কোন শাখা হতে ঋণের অর্থ তুলতে পারবেন। অফিসে না আসায় কভিড-১৯ এর মতো মহামারি ছড়ানোর আশঙ্কা থাকছে না।	প্রধান উপদেষ্টাঃ মোঃ তমিজুল ইসলাম খান. জেলা প্রশাসক,যশোর। উপদেষ্টাঃ তপন কুমার মন্ডল উপপরিচালক,বিআরডিবি,যশোর। সভাপতিঃআরাফাত রহমান উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ঝিকরগাছা,যশোর। বি এম কামরুজ্জামান, উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার, উদ্ভাবক ও টিম লিডার, মোবাইল-০১৭১২০৫৫৯১২ টেকনিক্যাল পরামর্শকঃ মাঈনুল ইসলাম সহকারী প্রোগ্রামার,সদস্য। এস এম শাখিরউদ্দীন, সহকারী পল্লী উন্নয়ন অফিসার , সদস্য-০১৮১৪-৮০৫০৮৬। মো: শহীদুল্লাহ্ লিমন, সহকারী পল্লী উন্নয়ন অফিসার, সদস্য-০১৭১৭-৪৫২৭৫৪.
২১	সমবায়ীদের মাঝে ঋণ বিতরণে সহজিকরণ ও বিতরণকৃত ঋণের টাকার সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ও সময়ভেদে ঋণের পরিমান বৃদ্ধিকরণ।	সমবায়ীদের মাঝে ঋণ বিতরণে সহজিকরণ ও বিতরণকৃত ঋণের টাকার সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ও সময়ভেদে ঋণের পরিমান বৃদ্ধিকরণ।	জনাব, সুলতানা নাছরীন, উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা বর্তমানে বিআরডিবি, কেশবপুর, যশোর উপজেলায় কর্মরত আছেন। ০১৯৯১-১৩২৫৮৮ urdoavoynagar@gmail.com
২২	মাতৃদুগ্ধদান কক্ষ নির্মাণ	বিআরডিবি ক্ষুদ্র ঋণ দানকারী সরকারী সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি মানব সংগঠন সৃষ্টি করে আইজিএ প্রশিক্ষণ প্রদান করে ঋণ সহায়তা প্রদান করে। বিআরডিবি সুবিধা ভোগীদের ৭০পান করা শিশুকে নিয়ে নারী। তারা প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও ঋণ গ্রহণের সময় তাদের মাতৃদুগ্ধ % আসে। শিশুরা তাদের মাতৃদুগ্ধ পান করার জন্য কান্নাকাটি করে। তাই অফিসেস যদি মাতৃদুগ্ধ দান কক্ষ নির্মাণ করা হয় তাহলে সুবিধাভোগী নারী সদস্যরা সাছন্দে প্রশিক্ষণ ও ঋণ গ্রহণ করতে পারবে।	তাপস শাঁখারী ,উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা, নগরকান্দা, ফরিদপুর।

০৮/১১/২১
মো: রফিকুজ্জামান
হিসাবরক্ষক (প্রোগ্রামিং)
প্রোগ্রামিং শাখা, বিআরডিবি, ঢাকা।

৮/১১/২১
নাজনীন খানম
উপপরিচালক (প্রোগ্রামিং)
বিআরডিবি, ঢাকা।